দৈনিক ইনকিলাব

২

FEB 1989

বাংলাদেশ মহিলা শিল্পী গুণী ও পরিষদ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

02

শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষার গুরুত্ব

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগই নারী। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমান। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের নারীরা আজ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়ে পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক নানা কাজে অংশগ্রহণ করছে। এতে করে সে দেশগুলো দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের দেশের নারীদের আর অশিক্ষিত হয়ে ঘোমটার আড়ালে থাকার অবকাশ নেই। নিজেদের জীবনকে তথা দেশকে উন্নত করার জন্য নারীদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ অশিক্ষিত রয়ে গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সহজে আশা করা যায় না। উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে দেশের উন্নতি আশা করা যায়। প্রায় প্রতিটি উন্নয়নকামী উন্নয়নশীল দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় সেসব দেশের নারীরা সুশিক্ষিত হয়ে বহু জটিল উন্নয়নমুখী কাজগুলো সহজেই সাধন করছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলা অশিক্ষিত বিধায় তারা উন্নয়নমূলক কাজগুলোতে সহজে আশানুরূপভাবে অংশ নিতে পারছে না। নারীরা যদি শিক্ষিত হয় তবে নিজেদের উন্নতির পথ নিজেরা চিনে নিতে পারবে। জীবনের সুন্দর দিকের সন্ধান খুঁজে পাবে। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রেণী বিভাগ না করে যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে গেলে সফলতা আশা করা যায়। নারী শিক্ষার জন্য প্রধানত নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"— কথাটি নারীদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। শুধু উপলব্ধি কেন, কথাটির বাস্তবতার জন্য সুশিক্ষিত হয়ে উন্নত জাতি গঠনে নারীদের সহায়তা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশটা দিনে দিনে আরোও উন্নত হোক এটা আমরা নিশ্চয়ই সবাই আশা করি। আর সে কারণে মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ নারী সমাজ শিক্ষিত হোক এটা সর্বাগ্রে কাম্য হওয়া উচিত। তাই চলমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর পাশাপাশি নিজ দেশকেও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অবহেলিত না থেকে নারীদেরকে শিক্ষিত হতে এখন থেকেই উদ্যোগী হতে হবে— নিজের জীবনের উন্নতির জন্য, নিজের দেশের উন্নতি জন্য।

—ফাহীম নাজ (স্বর্ণা)